ফটোশপ দিয়ে টাইপোগ্রাফিক ছবি তৈরি

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

আধুনিক ছবি এডিটিংয়ের মাঝে অন্যতম হলো টাইপোগ্রাফিক ছবি তৈরি করা। টাইপোগ্রাফিক ছবি সম্পর্কে আসলে ধারণা দেয়ার মতো তেমন কিছু নেই। টাইপোগ্রাফিক শব্দটির মানে হলো শব্দ উপস্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি বিষয়ক। তাই এ ধরনের ছবি সাধারণত পোস্টার তৈরির জন্য বেশি ব্যবহার হয়। তবে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও এ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে ছবি এডিট করা হয়। যেমন : কোনো মুভির অ্যাডের জন্য ছবি, বই-পুস্তকের বা অন্য কোনো সামগ্রীর জন্য কাভার ছবি ইত্যাদি।

এই টিউটরিয়ালে কিভাবে ফটোশপ সিএস৫ দিয়ে একটি টাইপোগ্রাফিক ছবি এডিট করা সম্ভব, সেই কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু টেক্সট সংযোজনের মাধ্যমেই এডিট করা হবে না, বরং টাইপোগ্রাফিক ইফেক্টকে আরও সুন্দর করার জন্য টাইপোগ্রাফিক ব্রাশ ইফেক্টও দেয়া হয়েছে।

এডিটিংয়ের জন্য মূল ছবি হিসেবে চিত্র-১ বেছে নেয়া হয়েছে। বেশিরভাগ এডিটের ক্ষেত্রে সবার আগে মূল ইমেজের কন্ট্রাস্ট ও ব্রাইটনেস একটু কমিয়ে নিয়ে এডিটের উপযোগী করা হয়। কিন্তু এবারে একটু ভিন্নভাবে শুরু করা হবে। প্রথমে ছবিটির ব্রাইটনেস একটু বাড়ানোর দরকার। তাই ছবিটি ওপেন করে ইমেজ→অ্যাডজাস্টমেন্ট→ ব্রাইটনেস/কন্ট্রাস্টে গিয়ে ব্রাইটনেস ১৭ এবং কন্ট্রাস্ট ৩০-এ সেট করুন। ফলে মেইন ইমেজটির কালার সামান্য বুস্ট হবে : (চিত্র-১)। এবার ইমেজ লেয়ার সিলেক্ট করে সিলেক্ট→কালার রেঞ্জ অপশনে যান এবং শ্যাডো অপশনটি সিলেক্ট করলে ইমেজটির যেসব জায়গায় শ্যাডো আছে সেসব জায়গা সিলেক্ট হবে। এবারে Ctrl +J চাপলে সিলেক্ট হওয়া অংশটুকু কপি হয়ে যাবে এবং একটি নতুন লেয়ার খুলে সেখানে পেস্ট হবে। এবারে অরিজিনাল লেয়ারে আবার ফিরে যান। এখানে এসে আগের মতো কালার রেঞ্জ অপশন থেকে মিডটোন সিলেক্ট করুন এবং আবার নতুন লেয়ারে তা কপি করুন। তাহলে লেয়ার ২ শ্যাডোর জন্য এবং লেয়ার ৩ মিডটোনের জন্য। এবার আরেকটু এডিট করা যাক। মডেলের হ্যাট এবং চুলের যে অংশ হাইলাইটেড হয়ে আছে, সে অংশ ম্যাজিক ওয়ান্ড টুল দিয়ে সিলেক্ট করে নতুন লেয়ার তৈরি করুন। এটি অপশনাল এডিটিং, ইউজারের ইচ্ছের ওপর এবং মূল ছবির ওপর নির্ভর করে এডিটিংয়ের এই অংশটুকু করা হবে কি না। তবে এই ইমেজে ফোসের ইফেক্ট সম্পূর্ণ করার জন্য এডিটিংয়ের এ অংশটুকু প্রয়োজনীয়।

এবারে লেয়ারগুলো সাজানোর সময় হয়েছে। প্রথমে যে লেয়ারটি সবার শেষে তৈরি করা হয়েছে তার সাথে মিডটোন লেয়ার মার্জ করে নতুন লেয়ার তৈরি করুন এবং নাম দিন মিডটোন। এবারে টাইপোগ্রাফির জন্য ছবির বেসিক যে অংশ দরকার সে অংশ বের হয়ে এসেছে। এবারে Ctrl + N চেপে একটি নিউ ফটোশপ ডকুমেন্ট তৈরি করুন। খেয়াল রাখতে হবে রেজ্যুলেশন যেন ৩০০ থাকে। এবারে মিডটোন এবং শ্যাডো লেয়ার কপি করে নিউ ডকুমেন্টে পেস্ট করুন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড হাইড করুন। তাহলে বোঝা যাবে যে ছবির কোথায় ট্রান্সপারেন্ট অংশ আছে। লেয়ার দু'টি প্রয়োজন মতো রিসাইজ করে নিন।

এবার শ্যাডো লেয়ার সিলেক্ট করে এডিট→ফিল অপশন সিলেক্ট করুন। কন্টেন্ট হিসেবে ব্ল্যাক, ব্লেন্ডিং মোড নরমাল এবং অপাসিটি ১০০% সিলেক্ট করুন। খেয়াল রাখুন প্রিসার্ভ ট্রান্সপারেন্সি অপশনটি যেনো সিলেক্ট করা থাকে। একই কাজ মিডটোন লেয়ারের জন্যও করুন, তবে এক্ষেত্রে লেয়ারটি ৫০% গ্রে দিয়ে ফিল করলে মিডটোনের অংশগুলো গ্রে এবং শ্যাডোর অংশগুলো কালো দিয়ে ফিল হবে। এবার লেয়ার দুটি মার্জ করতে হবে। এজন্য মিডটোন এবং শ্যাডো লেয়ার দু'টি সিলেক্ট করুন এবং রাইট বাটন ক্লিক করে মার্জ লেয়ারস অপশন সিলেক্ট করুন। তাহলে লেয়ার দু'টি মিলে একটি লেয়ার তৈরি হবে। এটি আমাদের টাইপোগ্রাফির জন্য পোস্টার হিসেবে কাজ করবে। এখন টাইপোগ্রাফির জন্য স্পেশাল ব্রাশ তৈরি করতে হবে।

এবার আরেকটি নতুন ডকুমেন্ট তৈরি করুন। তুলনামূলকভাবে এটিকে একটু দীর্ঘ করে তৈরি করুন, তবে পিক্সেলের মান খুব একটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এবার টাইপ টুল ব্যবহার করে বিভিন্ন শব্দ লিখুন। শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন ফন্ট এবং সাইজের করে লিখুন। খেয়াল রাখুন কালার যেনো কালো সিলেক্ট করা থাকে (চিত্র-২)। এবার সব টেক্সট লেয়ার সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে 'Rasterize Type' অপশনটি সিলেক্ট করুন। ফলে টেক্সটগুলো পিক্সেলভিত্তিক হয়ে যাবে।

এবার এই টেক্সটগুলোকে ব্রাশ হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। শুধু একটি ছাড়া বাকিগুলো ব্রাশের ভিজিবিলিটি রিমুভ করে দিন। যেটি দৃশ্যমান থাকবে সেটি সিলেক্ট করুন এবং এডিট→ডিফাইন ব্রাশ প্রেজেন্ট অপশনে যান। এখানে ব্রাশের একটি পছন্দ মতো নাম দিন। এবার বাকি টেক্সটগুলোর জন্যও একই কাজ করুন। খেয়াল রাখতে হবে প্রতিবার যেনো মাত্র একটি টেক্সট দৃশ্যমান থাকে এবং বাকিগুলো হাইড করা থাকে। সবগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই নতুন ব্রাশ প্রিসেটগুলো দেখার জন্য ব্রাশ সিলেক্ট করে ক্যানভাসে রাইট ক্লিক করলে দেখা যাবে।

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-৩

এবার আবার পোস্টার ডিজাইনে ফিরে যাওয়া যাক। 'এফ৫ কি' চেপে ব্রাশ প্যানেলে যান এবং প্রথম টেক্সটটি সিলেক্ট করুন। স্পেসিং এরিয়ার মান ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকুন যতক্ষণ না স্যাম্পল আউটপুট আপনার মন মতো হয়। স্পেসিং ঠিক মতো হলো কি না, তা দেখার জন্য নতুন একটি লেয়ার তৈরি করুন। এখন টেক্সটগুলো আবার সেখানে বসান। ব্রাশকে প্রয়োজন মতো অ্যাডজাস্ট করে নিন (চিত্র-৩)। এবার বারবার টেক্সট বসানোর মাধ্যমে মডেলের চারপাশ ফিল করুন। টেক্সটগুলো ওভারল্যাপ করলে ▸

চিত্র-৪

সমস্যা নেই, পরে তা এডিট করে ঠিক করা যাবে। টেক্সটগুলোর সাইজ সবসময় একই থাকবে, এমন কোনো কথা নেই। ইচ্ছে করলে ভিন্ন ভিন্ন সাইজের টেক্সটও ব্যবহার করা যেতে পারে। সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে হবে টেক্সট অ্যাড করা যেনো পুরাপুরি র‍্যান্ডম হয়।

আরেকটি নিউ লেয়ার তৈরি করুন এবং সাদা কালার দিয়ে ফিল করুন। এবার এই লেয়ারটিকে ঠিক শ্যাডো মিডটোন লেয়ারের ওপর রাখুন। এবার সাদা লেয়ার এবং টেক্সট লেয়ার উভয়ই হাইড করুন। শ্যাডো মিডটোন লেয়ার সিলেক্ট করে Ctrl + A চেপে পুরো ক্যানভাস কপি করুন। এখন সাদা এবং টেক্সট লেয়ারের ভিজিবিলিটি আবার অন করে দিন। এবার টেক্সট লেয়ার সিলেক্ট করুন এবং একটি লেয়ার মাস্ক অ্যাড করুন। Alt কি চেপে লেয়ার মাস্কের ছবিতে ক্লিক করলে পুরো স্ক্রিন সাদা হয়ে যাবে। এবারে Ctrl + V চাপলে আগের সিলেক্ট হওয়া ছবি এখানে পেস্ট হবে। এবার ডিসিলেক্ট করুন। এখন ইমেজটি ইনভার্ট করলে তা দেখতে চিত্র-৪-এর মতো দেখাবে। এখন লেয়ার মাস্কে ক্লিক না করে মূল লেয়ার সিলেক্ট করে দেখুন একটু ভিন্ন ধরনের ইমেজ দেখা যাচ্ছে।

চিত্র-৫

এবার আরেকটি নিউ লেয়ার তৈরি করুন। এখানে মডেলের চারপাশ দিয়ে বড় বড় টেক্সট অ্যাড করুন। ইচ্ছে হলে ছবির নিচ দিয়ে নিজের পছন্দমতো কিছু লিখে দিতে পারেন।

ইমেজের এডিটিংয়ের মূল অংশ শেষ। এবার কালারিংয়ের অংশ। প্রথমে মূল টেক্সট ব্রাশ লেয়ারে ডাবল ক্লিক করুন, তাহলে লেয়ার স্টাইল উইন্ডো ওপেন হবে। উইন্ডোটি এলে গ্র্যাডিয়েন্ট ওভারলে অপশনটি সিলেক্ট করুন এবং গ্র্যাডিয়েন্ট বক্সে ক্লিক করে কালার গ্র্যাডিয়েন্ট পরিবর্তন করুন। নিজের পছন্দ মতো ৩-৫ কালার গ্র্যাডিয়েন্ট সিলেক্ট করুন। এবার একই পদ্ধতিতে বড় টেক্সটের লেয়ারের কালার গ্র্যাডিয়েন্ট পরিবর্তন করুন। এখানে নীল, লাল এবং হলুদ প্রিসেট ব্যবহার করা হয়েছে। তা ছাড়া গ্র্যাডিয়েন্ট অ্যাঙ্গেল ১৪৭ ডিগ্রিতে সেট করা হয়েছে। এভাবে চিত্র-৫-এর মতো একটি ইমেজ পাওয়া যাবে। তবে ইউজার চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডে আরও কিছু কম্পোনেন্ট অ্যাড করে আরও সুন্দর করতে পারেন।

ফিডব্যাক: *wahid_creative@yahoo.com*